দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

27

বখাটেদের উৎপাত

বাঁচতে চেয়েছিল তৃষা বখাটেদের উৎপাত থেকে। কোন উপায় না দেখে পানিতে ঝাঁপ দিয়েছিল তৃষা! মরতে নয় বাঁচতেই। কিন্তু তলিয়ে গেল তৃষা। শুধুই কি পানিতে? না, এ সমাজের অন্ধকার গহ্বরে? নিষ্পাপ শিশুটির কী অপরাধ ছিল? সে মেয়ে হয়ে জন্মেছে এই তো! আর কত তৃষার তলিয়ে যাওয়া দেখতে হবে আমাদের। আর কতদিন? প্রতিবেদন তৈরী করেছেন মিতু ইয়াসমিন।

আমাদের সমাজে আজ যেন কোন নারীই নিরাপদ নয়। ছোট শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধা নারী কেউই বিকৃত পুরুষের লালসার হাত থেকে বাঁচতে পারছে না। বখাটে সন্ত্রাসীদের কারণে ছোট শিশু পাইবাক'র তৃষাকে জীবন দিতে হল। ১০ বছরের বাচ্চা মেয়ে তৃষা যে কিনা প্রেমের কিছুই বোঝে না তাকেই মূল আসামী মেহেদি হাসান মডার্ন তার স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে বিভিন্ন সময়ে প্রেম নিবেদন করে উত্যক্ত করত। তৃষা ঘটনাটি তার স্কুল শিক্ষকদেরও জানিয়েছিল। কিন্তু তারা ঘটনাটিতে খুব একটা আমল দেয়নি। তৃষা তার অভিভাবককেও ঘটনাটি জানায়। অভিভাবকের পক্ষ থেকে মডার্নের পিতাকে ব্যাপারটি বললেও এর কোন প্রতিকার হয়নি। ফলে মেয়ের নিরাপত্তার খাতিরে তার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। এরপর অভিভাবকরা ভেবেছিল তৃষা হয়ত আর বখাটেদের উৎপাতের শিকার হবে না। ঘটনার কয়েকদিন আগে থেকে তৃষা পুনরায় স্কুলে যাওয়া শুরু করলে তাকে মডার্ন, শাহীন, আপন প্রমুখ বখাটের পিছু নেয়। ঘটনার দিন অর্থাৎ ১৭ জুলাই তৃষা সহপাঠীদের সাথে স্কুল ছুটি শেষে বাড়ী ফিরছিল। তখন পূর্বপরিকল্পিতভাবে আসামীরা তৃষাকে অপহরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। বখাটেদের ধাওয়ায় ভীত-সন্ত্রস্ত তৃষা দৌড়াতে থাকে। এক পর্যায়ে আসামীরা তাকে ঘিরে ফেললে নিজেকে রক্ষার জন্য পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাঁতার না জানায় সে পানিতে ডুবে যেতে থাকে। বাঁচার আকুতিতে সে হয়ত সন্ত্রাসীদের কাছেও কোন করুণ আকুতি জানায়। কিন্তু সন্ত্রাসীরা এতে ধরা পড়ে যেতে পারে ভেবে নিজেদের রক্ষা করার জন্য একজন মৃত্যু পথযাত্রীকে ফেলে চলে যায়। ফলে তৃষা পানিতে ডুবে মারা যায়।

তৃষার মৃত্যুর ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল আমাদের সমাজ ছোট একটি বাচ্চা মেয়েকেও নিরাপত্তা দিতে পারে না। ... তৃষার এ ঘটনায় দেশব্যাপী বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পাইকপাড়া শহরে হরতাল পালিত হয়, এছাড়া পরে মহিলা পরিষদ কমিটির আহ্বানে সপ্তাহব্যাপী শোক কর্মসূচী গ্রহণ করে। ঢাকায় অন্যদিকে নারী সমাজ তৃষা হত্যার প্রতিবাদে রাস্তায় বিক্ষোভ করে। বিভিন্ন ব্যক্তি, মানবাধিকার সংগঠন, ... নারী সংগঠনের চাপের মুখে এক সপ্তাহের মধ্যেই তৃষা হত্যার বিরুদ্ধে মামলার চার্জশীট দেয়া হয়। মূল আসামী মডার্ন, শাহীন ও আপন ধরা পড়ে। বখাটে বা রোমিওদের উৎপাত আমাদের সমাজে নতুন কিছু নয়। সেই অতীতকাল থেকেই রোমিওরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গামী মেয়েদের উত্যক্ত করত। এখন স্কুল, কলেজের গেটে বখাটেদের জটলা থাকে, রাস্তাঘাটে নারীদের যেমন উত্যক্ত করে, বাচ্চা শিশু না রেখে শিশুর। তবে বর্তমানের মত আগে এত হিংস্র আচরণ করত না। প্রেম প্রেম নিবেদন করলে রাজি না হলে ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপের মত জঘন্য ঘটনা ঘটাচ্ছে।

তৃষার মৃত্যুর ঘটনা আমাদের হতবিহ্বল করে দেয়। আমরা এ কোন সমাজে বসবাস করছি? এ ধরনের ঘটনা বৃদ্ধি পেলে তাতে আতংকিত না হয়ে উপায় নেই। এ ধরনের ঘটনা অন্য শিশুদের মনেও বিরূপ প্রভাব ফেলে। এক ধরনের আতংকের মধ্য দিয়ে তারা বেড়ে ওঠে। তাদের মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। বড় হবে ওঠার আগেই কন্যা শিশুরা পুরুষের লালসার শিকার হচ্ছে। আর শিকার ধরতে না পারলে ...

তৃষা হত্যার প্রতিবাদে সম্মিলিত নারী সমাজের বিক্ষোভ ইনসেটে তৃষা

... প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত বাংলাদেশে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক এনসিসিসহ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মেলার প্রথমদিনে বৃষ্টির কারণে দর্শক উপস্থিতি কম হলেও শেষ দুইদিন উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। কর্মশালা, সেমিনার, ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং ছাড়া এতে ছিল মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনী। তথ্য প্রযুক্তিতে ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গড়তে ইচ্ছুক নতুন প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা পেয়েছেন প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা, স্কলারশীপ অফারসহ, আরো অনেককিছু।

মেলায় ২য় দিনে এনসিসিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে একটি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ... ঘন্টাব্যাপী এই প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় ১৫ জন তরুণ প্রোগ্রামার অংশ নেন। এদের মধ্যে প্রদত্ত সমস্যাগুলোর সবগুলো সমাধান করে প্রথম হন তরুণ প্রোগ্রামার রকিবুল ইসলাম খান। তিনি ডেফোডিল ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি (ডিআইটি)-এর ইন্টারন্যাশনাল ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটার স্টাডিজ কোর্সের ছাত্র।

প্রোগ্রামিং-এ প্রথম হবার পুরস্কার হিসেবে তিনি পাচ্ছেন ফ্রি বিমান টিকেটসহ ১৫ দিন বৃটেন ভ্রমণের সুযোগ। মেলার সমাপনী দিনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন।

❑ তথ্য প্রযুক্তি রিপোর্ট

মাল্টিমিডিয়া

ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং অথবা আর্কিটেকচারাল, ইলেকট্রিকাল, মেকানিকাল এবং সিভিল ড্রইং-এর ক্ষেত্রে অটোক্যাড একটি বহুল ব্যবহৃত ড্রইং সফটওয়্যার। সম্প্রতি ঢাকার একটি সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান সিডি মিডিয়া এই সফটওয়্যারটি নিয়ে বাংলা ভাষায় অটোক্যাড ২০০২ নামক একটি ...

কম্পি...

আ...